بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।

১২ চৈত্র ১৪২৪
২৬ মার্চ ২০১৮

বাণী

আজ ২৬ মার্চ, মহান স্বাধীনতা দিবস। স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে আমি দেশবাসীসহ প্রবাসে বসবাসকারী বাংলাদেশীদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

ঐতিহাসিক এই দিনে আমি পরম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, যাঁর নেতৃত্বে দীর্ঘ ন'মাস সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত হয় আমাদের মহান স্বাধীনতা। এ দিনে আমি সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করি মুক্তিযুদ্ধে আত্মোৎসর্গকারী বীর শহীদদের, যাঁদের সর্বোচ্চ ত্যাগের বিনিময়ে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি। আমি কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি জাতীয় চার নেতা, বীর মুক্তিযোদ্ধা, মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক-সমর্থকসহ সকলস্তরের জনগণকে, যাঁদের অসামান্য অবদান ও সাহসী ভূমিকা আমাদের বিজয় অর্জনকে ত্বরান্বিত করে। আমি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি বিদেশি বন্ধুদের যাঁরা ১৯৭১ সালে আমাদের মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহযোগিতা করেছেন। লক্ষ লক্ষ শরণার্থীদের আশ্রয় দিয়েছেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসে তাঁদের অবদান চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকবে।

অনেক ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত আমাদের মহান স্বাধীনতা। বঙ্গবন্ধু সবসময় রাজনৈতিক স্বাধীনতার পাশাপাশি একটি সুখী ও সমৃদ্ধ দেশ গড়ার স্বপ্ন দেখতেন। তাঁর সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নে বর্তমান সরকার নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। প্রবৃদ্ধির হার ধারাবাহিকভাবে বেড়ে চলেছে। মাথাপিছু আয় বাড়ছে, কমছে দারিদ্র্যের হার। কৃষির উন্নতিতে দেশ আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। নারীর ক্ষমতায়ন, মহিলা ও শিশুর উন্নয়ন, সামাজিক নিরাপত্তাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমাদের সাফল্যের ধারা অব্যাহত রয়েছে। পদ্মা সেতু এখন আর স্বপ্ন নয়, বাস্তবতা। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ মহাকাশে উৎক্ষেপণের অপেক্ষায় রয়েছে। বাংলাদেশ এখন উন্নয়নশীল দেশের কাতারে। স্বল্পোন্নত ক্যাটাগরি থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের তিনটি সূচকের মানদন্ডেই বাংলাদেশ উন্নীত হয়েছে। এটি জাতি হিসেবে আমাদের বড় সাফল্য। আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে অসামান্য সাফল্যের ফলে বাংলাদেশ আজ বিশ্বে উন্নয়নের রোল-মডেল হিসেবে বিবেচিত। 'সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারো সাথে বৈরিতা নয়'- বঙ্গবন্ধুর এ আদর্শ অনুসরণে আমাদের পররাষ্ট্র নীতি পরিচালিত হচ্ছে। বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠাসহ আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলেও আমাদের অর্জন প্রশংসনীয়। প্রবাসী বাংলাদেশীরাও তাঁদের কষ্টার্জিত রেমিটেন্স প্রেরণের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে বিপুল অবদান রেখে চলেছেন। এতদসত্ত্বেও স্বাধীনতার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে আমাদের আরও অনেক দূর যেতে হবে। উন্নয়নকে জনমুখী ও টেকসই করতে সুশাসন, সামাজিক ন্যায়বিচার, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে।

গণতন্ত্রের বিকাশ ও প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের জন্য সংযম ও পরমতসহিষ্ণুতা খুবই জরুরি। এ জন্য জাতীয় জীবনে আমাদের আরও ধৈর্য, সংযম ও সহনশীলতার পরিচয় দিতে হবে। অন্যের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকতে হবে। জাতীয় সংসদ হবে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্রবিন্দু। এ জন্য সরকারি দলের পাশাপাশি বিরোধী দলকেও গঠনমূলক ভূমিকা পালন করতে হবে। বাংলাদেশের জনগণ সবসময় শান্তিকামী। তারা জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাসবাদসহ কোন ধরনের সহিংসতা সমর্থন করে না। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশকে 'সোনার বাংলা'য় পরিণত করার স্বপ্ন দেখেছিলেন। তাঁর সেই স্বপ্ন পূরণে বর্তমান সরকার 'রূপকল্প ২০২১' ও 'রূপকল্প ২০৪১' ঘোষণা করেছে। এসব কর্মসূচি বাস্তবায়নে প্রয়োজন দলমত নির্বিশেষে সকলের আন্তরিক ও ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস।

ত্রিশ লক্ষ শহীদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতাকে আরও অর্থবহ করতে দল-মত-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করি-এটাই হোক স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসের অঙ্গীকার।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১২ চৈত্র ১৪২৪
২৬ মার্চ ২০১৮

বাণী

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে আমি দেশবাসী এবং প্রবাসী বাঙালিদের জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

২৬শে মার্চ আমাদের জাতির আত্মপরিচয় অর্জনের দিন। পরাধীনতার শিকল ভাঙ্গার দিন। স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে আমি গভীর শ্রদ্ধা জানাই বাঙালি জাতির মুক্তি সংগ্রামের মহানায়ক, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, যাঁর অবিসংবাদিত নেতৃত্বে আমরা অর্জন করেছি প্রিয় স্বাধীনতা। আমি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি মহান মুক্তিযুদ্ধের ত্রিশ লাখ শহিদ এবং দুই লাখ সম্ভ্রমহারা মা-বোনকে, যাঁদের সর্বোচ্চ আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে কাঙ্ক্ষিত বিজয়। শ্রদ্ধা জানাই জাতীয় চার নেতাকে, যাঁরা মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছেন। সম্মান জানাই যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাসহ সকল মুক্তিযোদ্ধাকে। যাঁরা স্বজন হারিয়েছেন, নির্যাতিত হয়েছেন তাঁদের প্রতি জানাচ্ছি গভীর সমবেদনা। আমি কৃতজ্ঞতা জানাই সকল বন্ধুরাষ্ট্র, সংগঠন ও ব্যক্তির প্রতি, যাঁরা আমাদের মুক্তিযুদ্ধে অকৃপণ সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাঙালি জাতি দীর্ঘ ২৩ বছর পাকস্তানি শাসকদের নিপীড়ন এবং বঞ্চনার বিরুদ্ধে লড়াই করে। তারা বাধ্য হয় ১৯৭০ সালে দেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের। নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। কিন্তু পাকস্তানি শাসকগোষ্ঠি গণতান্ত্রিক উপায়ে ক্ষমতা হস্তান্তর না করে উল্টো নিবর্তনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে। বঙ্গবন্ধু ৭ই মার্চ তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানের জনসমুদ্রে বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেন, "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।" তিনি বাঙালি জাতিকে শত্রুর মোকাবিলা করার নির্দেশ দেন।

পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ কালরাতে অতর্কিতে নিরীহ ও নিরস্ত্র বাঙালির উপর হত্যাযজ্ঞ শুরু করে। ঢাকাসহ দেশের শহরগুলোতে হাজার হাজার মানুষ হত্যা করে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এই ঘোষণা টেলিগ্রাম, টেলিপ্রিন্টার ও তৎকালীন ইপিআর- এর ওয়ারলেসের মাধ্যমে সমগ্র বাংলাদেশে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমেও এই ঘোষণা প্রচারিত হয়। জাতির পিতার নির্দেশে পরিচালিত ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ শেষে ১৬ই ডিসেম্বর চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হয়।

লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতা বাঙালি জাতির শ্রেষ্ঠ অর্জন। এই অর্জনকে অর্থপূর্ণ করতে সবাইকে মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস জানতে হবে, স্বাধীনতার চেতনাকে ধারণ করতে হবে। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে পৌঁছে দিতে হবে।

আওয়ামী লীগ সরকার মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশের উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। গত ৯ বছরে আমরা দেশের প্রতিটি সেক্টরে কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি অর্জন করেছি। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বাংলাদেশ এখন বিশ্বে 'রোল মডেল'। সারাবিশ্ব আমাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ভূয়সী প্রশংসা করছে। ২০২১ সালের আগেই আমরা বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করব, ইনশাআল্লাহ।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ ইউনেস্কো কর্তৃক বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্য (World Documentary Heritage) হিসেবে ইউনেস্কোর International Memory of the World Register এ অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় আজ সমগ্র দেশ ও জাতি গর্বিত।

আমরা সপরিবারে জাতির পিতা হত্যার বিচারের রায় কার্যকর করেছি। একাত্তরের মানবতাবিরোধী যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের রায় কার্যকর করা হচ্ছে। জঙ্গিবাদ-সন্ত্রাসবাদ নির্মূলে আমাদের সরকার 'জিরো টলারেন্স' নীতি অনুসরণ করছে। সংবিধানে পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে অসাংবিধানিকভাবে ক্ষমতা দখলের সুযোগ বন্ধ করেছি। স্বাধীনতাবিরোধী সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী এবং উন্নয়ন ও গণতন্ত্র-বিরোধীদের যেকোন অপতৎপরতা ঐক্যবদ্ধভাবে মোকাবিলা করার জন্য আজকের এদিনে আমি দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

আসুন, সকল ভেদাভেদ ভুলে মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ করে আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে দেশের উন্নয়ন ও গণতন্ত্রকে এগিয়ে নিয়ে যাই। সবাই মিলে জাতির পিতার অসাম্প্রদায়িক, ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত ও সুখী-সমৃদ্ধ স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলি। আজকের এ ঐতিহাসিক দিনে এই হোক আমাদের অঙ্গীকার।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

بسم الله الرحمن الرحيم

পররাষ্ট্র মন্ত্রী
FOREIGN MINISTER

GOVERNMENT OF THE
PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
DHAKA

২৬ মার্চ ২০১৮

বাণী

আজ ২৬ মার্চ - বাংলাদেশের ৪৮তম স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস। ৪৭ বৎসর আগে এই দিনে আমাদের মহান নেতা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষনা করেন। বঙ্গবন্ধু তাঁর স্বপ্নদর্শি ও নিপুণ নেতৃত্বের মাধ্যমে এ দেশের মুক্তিকামী জনগণকে স্বাধীনতার স্বাদ এনে দিয়েছিলেন। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ দেয়া তাঁর ভাষণ ছিল আমাদের মুক্তিযুদ্ধের দিক নির্দেশনা। এবার আমরা এমন সময়ে স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করছি যখন বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ ইউনেস্কোর Memory of the World Register এর অংশ হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে। একই সঙ্গে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশের কাতার থেকে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে উন্নীত হয়েছে। স্বাধীনতার স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৯৮তম জন্মবার্ষিকীর প্রাক্কালে জাতিসংঘ বাংলাদেশকে এই মাইল ফলক অর্জনের কথা আনুষ্ঠানিকভাবে জানিয়েছে।

আজকের এই শুভ দিনে আমি আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করছি, ৩০ লক্ষ শহীদদের প্রতি যারা আমাদের প্রিয় মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করেছেন। শ্রদ্ধা নিবেদন করছি সকল বীর মুক্তিযোদ্ধার প্রতি। একই সঙ্গে দুই লক্ষ মা-বোনদের প্রতি শ্রদ্ধাজানাই যাদের সম্ভমের বিনিময়ে আমাদের এই স্বাধীনতা। কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি আমাদের কূটনীতিকদের যারা মুক্তিযুদ্ধে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সাহসী ভূমিকা রেখেছেন। আমি দেশে-বিদেশে অবস্থানরত সকল বাঙ্গালী ভাই বোন এবং আমাদের বিদেশী বন্ধু ও সহযোগীদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই

আমাদের প্রিয় নেত্রী বঙ্গবন্ধুকন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ জনগনের আর্থ-সামাজিক মুক্তি এবং একটি দারিদ্র ও ক্ষুধামুক্ত সমাজ গঠনে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সকল আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্র যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণ এবং নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশ এখন বিশ্বের রোল মডেল। অধিকাংশ সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে সাফল্যের পর আমরা যথাযথ পরিকল্পনা ও উদ্যোগের মাধ্যমে টেক্সই উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহও যথাসময়ে অর্জনের দিকে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছি

সাম্প্রতিক সময়ে ব্যাপক কূটনৈতিক কার্যক্রম এবং আর্ন্তজাতিক সম্প্রদায়ের সাথে ঘনিষ্ট যোগাযোগের ফলে বিদেশী রাষ্ট্র ও আর্ন্তজাতিক সংস্থাগুলোর সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক গভীরতর হয়েছে। আর্ন্তজাতিক সম্প্রদায়ের ব্যাপক সমর্থন অর্জনের ফলে রোহিঙ্গা সংকট মোকাবেলায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। আর্ন্তজাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশ আজ একটি আত্মমর্যাদাশীল ও সফল জাতি হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

আজকের এই ঐতিহাসিক দিনে আমি ধন্যবাদ জানাই পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং বিদেশস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসসমূহের সকল সদস্যকে যারা আমাদের পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্য অর্জন ও উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়ন এবং বিশ্বের দরবারে আমাদের জাতীয় স্বার্থ রক্ষায় নিরলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। আমি আরও অভিনন্দন জানাই বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে বসবাসরত সকল বাংলাদেশীকে যারা আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং প্রবাসে দেশের ভাবমূর্তি বৃদ্ধিতে অসামান্য অবদান রাখছেন। আসুন, আমরা মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে আমাদের স্ব-স্ব অবস্থান থেকে বর্তমান সরকারের উন্নয়ন অভিযাত্রায় অংশগ্রহণ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতকে আরও শক্তিশালী করি এবং আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের জন্য অধিকতর সুন্দর একটি পৃথিবী বিনির্মাণ করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

(আবুল হাসান মাহমুদ আলী, এম.পি.)

بسم الله الرحمن الرحيم

Md. Shahriar Alam, MP
State Minister
মোঃ শাহ্‌রিয়ার আলম, এমপি
প্রতিমন্ত্রী

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS
GOVERNMENT OF THE
PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
DHAKA

বাণী

২৬ মার্চ ২০১৮

আজ ২৬ মার্চ, আমাদের গৌরবোজ্জ্বল স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস । ১৯৭১ সালের এ দিনে মহান নেতা জাতিরজনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের প্রিয় মাতৃভূমির স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।

আজকের এ দিনে আমি গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি স্বাধীনতাযুদ্ধের মহান নেতা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে যার ডাকে বাঙালি ঝাঁপিয়ে পড়েছিল মুক্তিযুদ্ধে। বিনম্র শ্রদ্ধা জানাই ৩০ লক্ষ শহিদ ও ২ লক্ষ মা-বোনের প্রতি যাদের সর্বোচ্চ ত্যাগ ও সম্ভ্রমের বিনিময়ে আমাদের লাল-সবুজের স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। সশ্রদ্ধ সালাম রইল যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাসহ সকল মুক্তিযোদ্ধার প্রতি। স্বাধীনতা দিবসের এ শুভক্ষণে গভীর কৃতজ্ঞতা জানাই বিদেশী বন্ধুরাষ্ট্র, প্রবাসী বাঙালিসহ কুটনৈতিক কোরের সদস্যদের প্রতি যারা বাঙালির মুক্তির সংগ্রামে পাশে থেকে সম্ভাব্য সকল সহযোগিতার মাধ্যমে বিজয়কে ত্বরান্বিত করেছিল।

২৬ মার্চ বাঙালির শৃঙ্খল ভাঙ্গার দিন। এ দিনে বাঙালি রুখে দাঁড়িয়েছিল পাকিস্তানীদের দুঃশাসন, শোষণ ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর ডাকে সাড়া দিয়ে অস্ত্র তুলে নিয়েছিল বীর মুক্তিসেনারা। এর আগে ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু তার ঐতিহাসিক ভাষণে ঘোষণা করেন, ''এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম"। অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে, ২০১৭ সালে ইউনেস্কো ৭ মার্চের ভাষণকে বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে । নয় মাসের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে ২৬ মার্চ শুরু হওয়া স্বাধীনতাযুদ্ধের সফল পরিণতি ঘটে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের মাধ্যমে।

আমাদের মুক্তিযুদ্ধের মহান রূপকার জাতির পিতার স্বপ্ন ছিল একটি সুখী, সমৃদ্ধ, শোষণমুক্ত ও বৈষম্যহীন সোনার বাংলা গড়া। এ স্বপ্নকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছেন তাঁরই সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রচিত 'দিন বদলের সনদে' যে সমতাভিত্তিক রাষ্ট্র গঠনের কথা বলা হয়েছে তা অর্জনের জন্য রয়েছে সুনির্দিষ্ট ও সমন্বিত পরিকল্পনা এবং এ পথনকশা ধরেই ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত ও সমৃদ্ধশালী দেশে পরিণত করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। একই সাথে তা বাস্তবায়নে সরকার নিয়েছে দৃঢ় পদক্ষেপ।

এখন বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় ১,৬১০ মার্কিন ডলার, প্রবৃদ্ধির হার ৭.২৮ শতাংশেরও বেশী। জাতিসংঘ ঘোষিত 'সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা'র সাফল্যজনক সমাপ্তির ফলে বাংলাদেশ বিশ্বে এখন একটি রোল মডেল। এখন আমরা জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে গৃহীত 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা' বাস্তবায়নের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। বিশ্বনেতৃবৃন্দের কাতারে স্থান পাওয়া প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা' অর্জনের জন্য বাংলাদেশ গ্রহণ করেছে বিভিন্ন কার্যক্রম। এরই ধারাবাহিকতায় মার্চের অগ্নিঝরা এ মাসেই বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা হতে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে উত্তরণের প্রথম ধাপটি সফলভাবে পার করেছে এবং জাতিসংঘ কর্তৃক উন্নয়নশীল দেশের যোগ্যতা অর্জনের স্বীকৃতি পেয়েছে।

بسم الله الرحمن الرحيم

Md. Shahriar Alam, MP
State Minister
মোঃ শাহ্‌রিয়ার আলম, এমপি
প্রতিমন্ত্রী

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS
GOVERNMENT OF THE
PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
DHAKA

উন্নয়নের এ অগ্রযাত্রায় সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং বিদেশে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জলকরণে অপরিসীম অবদান রাখার জন্য আমি বিশ্বের সকল প্রান্তে অবস্থানরত প্রবাসী বাংলাদেশীদের অভিনন্দন জানাই। আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ ও দেশের ভাবমূর্তি সমুন্নতকরণে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও বিদেশস্থ মিশনসমূহের নিবেদিতপ্রাণ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য রইল বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা। এ প্রসঙ্গে বৃহত্তর কল্যাণের লক্ষ্যে বিশ্বের যে দেশেই থাকুন না কেন সেদেশের সরকার ও জনগণের সাথে সহযোগিতা জোরদার করার জন্য আমি প্রবাসী সকল বাংলাদেশী ও বাংলাদেশ মিশনসমূহে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দকে আহ্বান জানাই।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে 'সোনার বাংলা' গঠনে আমরা সবাই যার যার অবস্থান থেকে কাজ করবো এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য রেখে যাব একটি উন্নত আবাস - আজকের ঐতিহাসিক দিনে আসুন, নতুন করে এ শপথ করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

মোঃ শাহ্‌রিয়ার আলম, এমপি